গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৩ অধিশাখা

[www.mofl.gov.bd](http://www.mofl.gov.bd)

|  |
| --- |
| **সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার** কার্যবিবর**ণী** |
| সভাপতিঃ জনাব মোঃ মাকসুদুল হাসান খান  সচিব  |
| তারিখ : ২৬ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ  |
| সময় : বেলা ২:৩০ ঘটিকা |
| স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ  |

 সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযুক্ত আছে।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রথমে বিগত ২৮ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সংস্থাপ্রধানসহ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধন না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকৃত হয়।

৩। এরপর বিগত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি প্রতিবেদন আলোচ্যসূচির ক্রমানুসারে উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় আলোচিত বিষয় এবং গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপঃ

৪। সাধারণ বিষয়াদি

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | **আলোচনা** | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৪.১ | এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement-APA) প্রস্ত্তত করণ।  | এ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের কার্যক্রমের মাসিক প্রতিবেদন APA সদস্যগণ কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের নভেম্বর ২০১৭ এর মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement- APA) ২০১৭-১৮ এর আওতায় সম্পাদিত কার্যক্রমের নভেম্বর, ২০১৭ মাসের মাসিক প্রতিবেদন গত ০৫/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।(খ) বিষয়টি অনুসরণ করা হয়।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েব-সাইটেও হালনাগাদ করা হচ্ছে। (খ) APA *এর কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে।***বিএফআরআইঃ** বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) নভেম্বর ২০১৭ মাসের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।**বিএফডিসিঃ** (ক) অত্র কর্পোরেশনের APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (হার্ড কপি ও সফট কপি) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।**বিএলআরআইঃ** (ক) ৩৩.০৫.২৬৭২.৩০৮.১০.০০৫.১৭-২৯৯১ তারিখ: ১০/১২/১৭ খ্রিঃ এবং ৩৩.০৫.২৬৭২.৩০৮.১০.০০৫.১৭-২৯৯২ তারিখ: ১০/১২/২০১৭ খ্রিঃ নং স্মারক মূলে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)এর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। খ) APA এর কার্যক্রম সংক্রান্ত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটি প্রস্তত করা হচ্ছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** APA এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে (হার্ড কপি ও সফ্ট কপি) প্রেরণ করা হচ্ছে। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বিভিসি’র APA-এর প্রতিবেদন যথানিয়মে প্রেরণ করা হয়েছে। | APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ (হার্ড কপি ও সফট কপি) ও মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং মন্ত্রণালয়ের উইং প্রধানগণ কর্তৃক ৩ মাস অন্তর APA-এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত পর্যালোচনা এবং কমিটির প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক কমপক্ষে একটি সংস্থার APA-এর কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। (খ) APA এর কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (সকল), সংস্থা প্রধান (সকল) |
| ৪.২ | টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য (SDG) বাস্তবায়ন   | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** খসড়া SDG Action Plan চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনাকমিশনে প্রেরিত হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** SDG Action plan এর উপর Follow up অব্যাহত আছে। **বিএফডিসিঃ** বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে। **বিএফআরআইঃ** খসড়া SDG Action plan এর আলোকে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি Follow up করা হচ্ছে।**বিএলআরআইঃ** SDG বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে।**বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** পর্যালোচনা সভায় অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। | SDG বিষয়ে একটি পর্যালোচনা সভা করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১), সংস্থা প্রধান(সকল) |
| ৪.৩ | মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্তকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ ৫০ বছর মেয়াদী খসড়া মাষ্টার প্ল্যান প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৯/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের নং-৩৩.০১.০০০০.১০১.০৫.৩৪৪. ১৬. ৬০৩ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সচিব মহোদয়ের মৌখিক নির্দেশে প্রস্তাবিত মাষ্টার প্ল্যানকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য অধিদপ্তরের প্রাক্তন কয়েক জন মহাপরিচালকের সমন্বয়ে ১৩/১১/২০১৭ তারিখে সভা করা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক খসড়া মাষ্টার প্ল্যানের প্রয়োজনীয় সংশোধন/ পরিমার্জনের কার্যক্রম চলমান। (২) বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন।**বিএফডিসিঃ** অত্র কর্পোরেশনের ৫০ বছরের মাস্টার প্ল্যান গত ১৭/০৮/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ১৯০৭ নং পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্রসহ বিএলআরআই সদর দপ্তরের মাস্টার প্ল্যান ২৫ ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে প্রেরণ করা হবে। **বিএফআরআইঃ** বিগত জুন ২০১৭ মাসে মাষ্টার প্লান মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** মেরিন ফিশারিজ একাডেমির মাস্টার প্ল্যানের আউটলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বিস্তারিত মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। * **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** বিভিসি’র ৫০ বছরের মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কাজ চলমান আছে ।
 | (১) যেসকল সংস্থা হতে মাস্টার প্ল্যান পাওয়া যায়নি সেসকল সংস্থা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। (২) যেসকল সংস্থা হতে মাস্টার প্ল্যান পাওয়া গেছে তা নিয়ে সভা আহ্বান করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (মৎস্য), যুগ্মসচিব (প্রাস-১), সংস্থা প্রধান (সকল)/ উপসচিব (মৎস্য-৫) |
| ৪.৪ | আইন/ বিধিমালা প্রণয়ন  | উপসচিব (আইন) সভাকে অবহিত করেন যে, **(ক) ‘‘মৎস্য সঙ্গনিরোধ আইন, ২০১৭’’:** আইনটি গত ২৪/০৪/২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সভায় নীতিগত অনুমোদন করা হয়। ভেটিং এর জন্য গত ১২/০৬/২০১৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ০৭/০৮/২০১৭ তারিখে নথিটি ফেরৎ পাওয়া যায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ মোতাবেক খসড়া আইনটি পুনর্গঠন ও মতামতের বিপরীতে জবাব দাখিলের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরে ০৯/০৮/২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়। গত ১১/১০/২০১৭ তারিখে মৎস্য অধিদপ্তর হতে মতামত পাওয়া গেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের মতামত যথাযথ না হওয়ায় পুনরায় ০৮/১১/২০১৭ তারিখের মধ্যে মতামতসহ প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর হতে ২০/১১/২০১৭ তারিখে মতামত পাওয়া গেছে। বর্তমানে খসড়া আইন পরিমার্জন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**(খ) প্রস্তাবিত ‘‘মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন/২০১৬ :** আইনটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক গত ৩০/১১/২০১৭ তারিখে আহ্বায়ক, আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি ও অতিরিক্ত সচিব (আইন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। যা বিবেচনাধীন আছে। **(গ)‘‘পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গনিরোধ বিধিমালা,২০১৬’’:** বিধিমালাটি লেজিসলেটিভ বিভাগের পর্যবেক্ষণের আলোকে মতামতের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে প্রেরণ করা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে মতামত ১৮/০৫/২০১৭ তারিখে এ মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। মতামত যথাযথ না হওয়ায় তা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। অধিদপ্তরের মতামত সংশোধনপূর্বক প্রেরণ করেছে। সংশোধনের আলোকে মতামত দেওয়ার জন্য অর্থ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।**(ঘ) ‘‘বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন,২০১৬’’:** আইনটি সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে বিশেষজ্ঞদের নিকট হতে মতামত সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। **(ঙ) প্রাণিকল্যাণ আইন-১৯২০ শীর্ষক আইনের পরিবর্তে একটি নতুন আইন প্রণয়নঃ** অধ্যাদেশটি রহিতক্রমে সংশোধনীসহ ‘প্রাণী কল্যাণ আইন, ২০১৬’ নামে ২০/০২/২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সভায় নীতিগত অনুমোদন করা হয়েছে এবং ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে গত ১৬/০৩/২০১৭ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছিল। গত ১৮/০৪/২০১৭ তারিখে নথিটি ফেরৎ পাওয়া যায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ মোতাবেক গত ২৬/০৯/২০১৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে পুনরায় প্রেরণ করা হয়। গত ২৯/১০/১৭ তারিখে উক্ত বিভাগ হতে নথিটি ফেরৎ পাওয়া যায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উত্থাপিত বিষয় বিবেচনা করে আইনটির পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে ০৩/১২/২০১৭ তারিখে পত্র দেয়া হয়।**(চ) বাংলাদেশ ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬:** বাংলাদেশ ডেইরী উন্নয়ন বোর্ড আইন-২০১৬ চূড়ান্তকরণের নিমিত্ত ০৯-১১-১৬ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে।**(ছ)** **সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০১৭ :** অধ্যাদেশটি রহিতক্রমে সংশোধনীসহ সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০১৬ নামে ২৭/০২/২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মন্ত্রিপরিষদ সভায় নীতিগত অনুমোদন করা হয়েছে। ভেটিং এর জন্য ১৭/০৪/২০১৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল। গত ২৮/০৬/২০১৭ তারিখে নথিটি ফেরৎ পাওয়া যায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ মোতাবেক গত ০৪/১০/২০১৭ তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরের মতামতটি পাওয়া গেছে। মৎস্য অধিদপ্তরের মতামত যথাযথ না হওয়ায় পুনরায় ০৮/১১/২০১৭ তারিখের মধ্যে মতামত প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের মতামত পাওয়া গিয়েছে। ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণের জন্য মতামতের আলোকে খসড়া পরিমার্জন প্রক্রিয়াধীন। **(জ) বাংলাদেশ ভেটিরিনারি কাউন্সিল আইন,২০১৭:** গত ২৪/০১/২০১৭ তারিখে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং ০২/০৪/২০১৭ তারিখে নথিটি ফেরৎ পাওয়া যায়। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ এর পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ মোতাবেক গত ১৭/০৮/২০১৭ তারিখে পুনরায় ভেটিং এর জন্য নথিটি প্রেরণ করা হয়। **(ঝ)** **বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭:** অধ্যাদেশটি রহিতক্রমে সংশোধনীসহ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৭ এর খসড়া গত ০৭/০৫/২০১৭ তারিখে ভেটিং এর জন্য লেজিসলেটিভ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। লেজিসলেটিভ বিভাগ হতে চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করে প্রেরণ করেছে, যা ০৯/১১/২০১৭ তারিখে এ অধিশাখায় পাওয়া গেছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষিত বিলের খসড়ার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য গত ১৪/১১/২০১৭ তারিখে বিএফআরআইকে পত্র দেয়া হয়। বিএফআরআই এর মতামত পাওয়া গিয়েছে। মতামতের আলোকে আইনটির পরিমার্জন প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াধীন।**(ঞ) বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭:** প্রস্তাবিত আইনটি গত ১২/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রিসভার বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। ভেটিং এর জন্য গত ০৮/০৮/২০১৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে গত ১৯/০৯/২০১৭ তারিখে উক্ত বিভাগের পরামর্শমতে পুনরায় নথিটি প্রেরণ করা হয়।**(ট) জৈব মৎস্য উৎপাদন নীতিমালা ২০১৭:** সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক দ্রুত খসড়া প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। **(ঠ) জৈব প্রাণিসম্পদ উৎপাদন নীতিমালা ২০১৭:** সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক দ্রুত খসড়া প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। **(ড) যশোর জেলাধীন ভবদহ এলাকায় মৎস্য ঘের স্থাপনের জন্য নীতিমালা ২০১৭:** নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।**(ঢ) প্রবহমান নদী ও অন্যান্য জলাশয়ে খাঁয় মাছচাষ নীতিমালা ২০১৭:** নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।**(ণ) নিহত জেলে পরিবার বা স্থানীয়ভাবে অক্ষম জেলেদের প্রণোদনা সহায়তা প্রদান নীতিমালা ২০১৭:** নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। | **(ক)** দ্রুত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। **(খ)** অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।**(গ)**বিষয়টি Follow up করতে হবে।**(ঘ)** অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।**(ঙ)**বিষয়টি Follow up করতে হবে। **(চ)** বিষয়টি দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। **(ছ)** দ্রুত লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।**(জ)**বিষয়টি Follow up করতে হবে।**(ঝ)** বিষয়টি Follow up করতে হবে।**(ঞ)**বিষয়টি Follow up করতে হবে।**(ট)** সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক দ্রুত খসড়া প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। **(ঠ)** সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক দ্রুত খসড়া প্রস্তুতপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। **(ড)** দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।**(ড)** দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।**(ণ)** দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে। | অতিঃ সচিব (মৎস্য)/যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-১)/ যুগ্মসচিব (ব্লু ইকোনমি)/ সংস্থা প্রধান (সংশ্লিষ্ট) |
| ৪.৫ | জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন   | এ মন্ত্রণালয়ের নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণ নভেম্বর ২০১৭ মাসে জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন করেছেন। **(**১**) জনাব অরুন কুমার মালাকার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ২৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রধান কার্যালয়** পরিদর্শন করেছেন। **(**২**) জনাব মোঃ মুহিবুজ্জামান, উপ**সচিব (মৎস্য-৫) ০৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ মৌলভীবাজার জেলার জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর এবং শ্রীমংগল উপজেলার উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর পরিদর্শন করেছেন। **(**৩**)** বেগম দেলোয়ারা বেগম, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) ২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর এবং উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর পরিদর্শন করেছেন।**(**৪**)** জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপসচিব (মৎস্য-২) ১১ ও ১২ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সরকারি মোরগ মুরগী পালন কেন্দ্র, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন।**(**৫**)** জনাব আব্দুল মতিন, উপপ্রধান ১৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ ময়মনসিংহস্থ বিএফআরআই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “মুক্তাচাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। **(**৬**)** জনাব এইচ,এম মনিরুজ্জামান, সিনিয়র সহকারী প্রধান ০৬ নভেম্বর ২০১৭ মাসে ময়মনসিংহ সদর “আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার” পরিদর্শন করেছেন।**(**৭**)** জনাব মোহাম্মদ-আল-মারুফ, সহকারী প্রধান ০৮ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ রংপুর সদরের মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন। (৮**)** জনাব মোঃ আব্দুল খালেক মিঞা, সহকারী সচিব ১৭-২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলার উপজেলা মৎস্য অফিস এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস পরিদর্শন করেছেন। **(**৯**) জনাব কে,এফ,এম, জেসমীন আখতার, উপ**সচিব (প্রাণিসম্পদ-৩) ১৫ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয় এবং বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/খামার পরিদর্শন করেছেন। **(**১০**)** বেগম নিগার সুলতানা, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) ২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখ কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার দপ্তর, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর এবং এপিএ কার্যক্রমসহ বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প/ সরকারি/ বেসরকারি খামারসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন।   | **(১)** জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের অফিস ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ (এফসিডিআইসহ) পরিদর্শনপূর্বক সফলতার/ ভাল দিকসমূহ উল্লেখ করার সাথে সাথে ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখপূর্বক দ্রুত প্রতিবেদন সচিব বরাবর ৭ দিনের মধ্যে উপস্থাপন করতে হবে। **(২)** জেলা/উপজেলা পর্যায়ের অফিস পরিদর্শনকালে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অবশ্যই পরিদর্শন রেজিষ্টারে মতামত লিপিবদ্ধ করতে হবে। **(৩)** পরিদর্শনকালে কাজের গুনগতমান ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে জোর দিতে হবে। **(৪)** উন্নয়ন প্রকল্প ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিভূক্ত বিষয়গুলো পরিদর্শনে গুরুত্ব দিতে হবে।**(৫)** পরিদর্শনে প্রদত্ত নির্দেশনা/ মতামত বাস্তবায়ন বিষয়টি তদারকী/ Follow up করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব(সকল)যুগ্ম-সচিব (প্রাণিঃ-১/ ২)যুগ্ম-সচিব ব্লু ইকোনমি যুগ্মপ্রধান  |
| ৪.৬ | মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার  | **মৎস্য** অধিদপ্তরঃ সময়োপযোগী ও অধিক গুরু্ত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত মৎস্য অধিদপ্তরের বাৎসরিক রোড ম্যাপ প্রস্তুত করে তদানুযায়ী রেডিও, টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে বিগত ২৫.০১.২০১৭ খ্রি. তারিখে সদর দপ্তরসহ মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত প্রচার কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। **১। টেলিভিশনে প্রচার:*** বাংলাদেশ টেলিভিশনে গত ২২ নভেম্বর তারিখে কৃষি বিষয়ক “রুপালি ফসল” অনুষ্ঠানে “ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)” এর কার্যক্রম বিষয়ক প্রতিবেদন প্রচারিত হয়।
* জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম সংক্রান্ত খবর বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের স্ক্রলে প্রচারিত হচ্ছে।
* বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রতিদিন সকাল ৭:৩০ মিনিটে “বাংলার কৃষি” অনুষ্ঠানে ৫ মিনিট ব্যাপী মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রচারিত হচ্ছে।

**২। পত্রিকায় প্রকাশ:*** ০৪/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় “মুহূর্তেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে তিস্তার তাজা ইলিশ” শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
* ০৫/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় “স্বাদু পানির মাছ চাষে নীরব বিপ্লব” শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
* ০৭/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় “ছয় লাখ ছাড়াবে ইলিশের উৎপাদন” শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
* ২৯/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় “ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল” শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
* ৩০/১১/২০১৭ খ্রি. তারিখে দৈনিক সমকাল পত্রিকায় “সংরক্ষণ ব্যবস্থা রফতানি?” শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।
* জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমসংক্রান্ত প্রতিবেদন বিভিন্ন জাতীয় ও অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

**৩। সোস্যাল মিডিয়ায় প্রচার:**নিয়মিতভাবে মৎস্য বিভাগ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সকল কার্যক্রম ফেসবুক পেজে প্রচারিত হচ্ছে।**৪। রেডিওতে প্রচার:** প্রতি সপ্তাহে “দেশ আমার মাটি আমার” ও “সোনালী ফসল” নামে ১টি করে ২টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান এবং মাসে মোট ৮টি প্রামাণ্য অনুষ্ঠান বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিত প্রচারিত হচ্ছে।প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ ১। **টেলিভিশনে সম্প্রচারঃ** ১। গয়াল পালনের গুরুত্ব, দারিদ্র বিমোচনে গয়াল মাংসের প্রতি মানুষের আকর্ষন বাড়ানোর জন্য প্রামান্য চিত্র চট্টগ্রাম বি টি ভি, সি টি ভি, বৈশাখী টিভি, ২১ শে টিভি-তে প্রচারিত হয়েছে।২। পাখির সাথে পোল্ট্রির প্রদর্শনী চ্যানেল আই, এসএ টিভি, বৈশাখী টিভি, চ্যানেল-২৪, বিটিভি ও সিটিভিতে প্রচারিত হয়েছে।২। **পত্রিকায় প্রকাশঃ** প্রাণিজ সম্পদে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। দশ বছরে দুধ ডিম মাংসের উৎপাদন বেড়েছে দ্বিগুণের ও বেশি। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদন হওয়া ডিম ও দুধ ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশের নানাপ্রান্তে। দেশের সাধারণ মানুষ মেটাচ্ছে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভিশন ২০২১ এ দেশের ৮৫ ভাগ মানুষের জন্য পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। দেশের কৃষি জমি পর্যায়ক্রমে কমার ফলে সব শ্রেণীর মানুষই এখন প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে ঝুঁকছে। অল্প পুঁজিতে অধিক লাভবানসহ নিজেদের ভাগ্য উন্নয়ন ও চাহিদা মেটাতে এই উৎপাদন বাড়ছে আর দেশ এগিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধির পথে একটি লীড Cover নিউজ গত ১৮/১১/২০১৭ তারিখের দৈনিক জনকন্ঠ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।৩। **সোসাল মিডিয়াঃ** নিয়মিতভাবে প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সকল কার্যক্রম ফেসবুক পেজে প্রচারিত হচ্ছে।৪। **রেডিওতে প্রচারঃ** সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারী চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২৪/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের নং- ৩৩.০১.০০০০.১১২.৫৮.৩৫৬.০৭-৯১৪(১) সংখ্যক স্মারকে কার্তিক- পৌষ/১৪২৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক জাতীয় ও আঞ্চলিক অনুষ্ঠানে ‘‘দেশ আমার মাটি আমার’’ এবং সোনালী ফসল’ প্রচারিতব্য প্রাণিসম্পদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে দেশ আমার মাটি আমার ও সোনালী ফসল অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ বিষয়ক কার্যক্রম বাংলাদেশ বেতারে নিয়মিতভাবে প্রচার হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ বিভিন্ন বেসরকারী চ্যানেলসহ বিটিভি এবং বিএলআরআই ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।** **বিএফআরআইঃ** ১) ১৭-১১-২০১৭ ইং তারিখে ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রমের উপর দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় “আরো সাড়ে চার কোটি জাটকা সংরক্ষিত হবে” শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।২) ১৯-১১-২০১৭ ইং তারিখে সবুজ বাংলাদেশ ২৪.কম এ “বিএফআরআই-এর গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ইলিশের ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম” শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ৩)২৯-১১-২০১৭ ইং তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কর্তৃক লিখিত “ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল” শীর্ষক আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে।৪) ১৯-১১-২০১৭ ইং তারিখে দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকায় “বরিশালে হচ্ছে ইলিশের ৬ষ্ঠ অভয়াশ্রম” শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।৫) ২৩-১১-২০১৭ ইং তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক কর্তৃক লিখিত “ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশলের সাফল্য” শীর্ষক আর্টিকেল প্রকাশিত হয়েছে।৬) গত ২৮-১১-২০১৭ ইং তারিখে একুশে টিভিতে “একুশে বিজনেজ” অনুষ্ঠানে মৎস্য গবেষণা ও উন্নয়ন নিয়ে বিএফআরআই-এর মহাপরিচালক এর লাইভ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়।**বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** সময়োপযোগী ও অধিক গূরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুত করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রচারিতব্য তথ্যের সফট কপি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের জন্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা (PRO)-কে প্রদান করা হবে।  | **(ক)** সময়োপযোগী ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়মিত প্রচারের নিমিত্ত বাৎসরিক রোডম্যাপ প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী রেডিও টেলিভিশনে (বেসরকারি চ্যানেলসহ) প্রচার এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **(খ)** মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে বহুল প্রচারের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার প্রকাশ করতে হবে। **(গ)** প্রচারিতব্য তথ্যের সফট কপি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের জন্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও গণসংযোগ কর্মকর্তা (PRO)-কে প্রদান করতে হবে (pro@ mofl.gov.bd)। (ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  | DG, DoF,DG, DLS, DG, BFRI, DG, BLRI, উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর |
| ৪.৭ | অডিট আপত্তি  | **ডিসেম্বর** ২০১৭ :(১) ত্রিপক্ষীয় সভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব দেলোয়ারা বেগম, উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১ অধিশাখা) Gi সভাপতিত্বে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এর আওতাধীন খুলনা বিভাগের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপনন কেন্দ্র, মংলা, বাগেরহাট এবং মৎস্য অবতরণ ও পাইকারী মৎস্য বাজার, খুলনা অফিসদ্বয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে খুলনা অফিসের সম্মেলন কক্ষে ২১/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ত্রিপক্ষীয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ৩০টি অডিট আপত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত ৩০টি অডিট আপত্তির মধ্যে ০৯টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে, অবশিষ্ট ২১টি আপত্তি একই ধরণের (অনাদায়ী) হওয়ায় আপত্তিগুলো ১টি অনুচ্ছেদে একীভূত করতঃ পরবর্তীকালে আপত্তিটি ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করার জন্য সভায় সুপারিশ করা হয়েছে।(২) ত্রিপক্ষীয় সভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ হামিদুর রহমান, উপসচিব (মৎস্য-২ অধিশাখা) Gi সভাপতিত্বে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকা বিভাগীয় অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, ঢাকা-এর সম্মেলন কক্ষে ২৮/১২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ১৮টি অডিট আপত্তি নিয়ে ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগওয়ারী অডিট আপত্তির হালনাগাদ তথ্যঃ মাস **নভেম্বর** ২০১৭।

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/ অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম | মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে) | হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা | দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা | দ্বিপক্ষীয় সভায় আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ | ত্রিপক্ষীয় সভায়আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ | মন্তব্য |
| মওপম | ১১ | ০৭ | ০৪ | - | - | - | - | \* |
| ডিওএফ | ১৩৭০৮ | ৯৫৮৮ | ৪১২০ | ১ | ২ | ১৮ | ৫৩ | \*\* |
| ডিএলএস | ৮৮০১ | ৬০৩৩ | ২৭৬৮ | - | - | - | - | \*\*\* |
| বিএফডিসি | ১৮৩৪ | ১২৬৬ | ৫৬৮ | - | - | - | - | \*\*\*\* |
| বিএফআর আই | ৬৪৬ | ৫৫৯ | ৮৭ | - | ১ | - | ১৭ | \*\*\*\*\* |
| বিএলআর আই | ৩১৪ | ৭ | ৩০৭ | ১ | - | ২৩ | - |  |
| এমএফএ | ২৩ | ১৭ | ৬ | - | - | - | - |  |
| মপতদ | ৫ | ২ | ৩ | - | - | - | - |  |
| বিভিসি | ১৪ | - | ১৪ | - | - | - | - |  |

\* মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব গত জুন/২০১৭ মাসে নিরীক্ষা অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।\*\* ১৯৭২ খ্রিঃ হতে নভেম্বর/১৭ খ্রি. পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তরাধীন সকল দপ্তর, সমাপ্ত ও চলমান প্রকল্প দপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ক্রমপুঞ্জিত আপত্তি ও নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা, অনিষ্পন্ন জের সংখ্যা দেখানো হয়েছে।\*\*\* ১। নতুন ৩৯ টি আপত্তি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।২। ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে ২টি আপত্তির নিষ্পত্তি পত্র পাওয়া গিয়েছে।৩। নতুন ১৩টি আপত্তি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।৪। নতুন ০৩টি আপত্তি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।৫। ব্রডশীট জবাবের মাধ্যমে ১টি আপত্তির নিষ্পত্তি পত্র পাওয়া গিয়েছে।৬। নতুন ০৮টি আপত্তি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।\*\*\*\* মৎস্য খাতে অডিট আপত্তির ৩য় পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অডিট অধিদপ্তরের সাথে রিকনসাইল সম্পন্ন করা হয়েছে। রিকনসাইল অনুযায়ী অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ৫১৭ টি যার মধ্যে সাধারণ অনুচ্ছেদ ৩৪৫টি এবং অগ্রিম অনুচ্ছেদ ১৬৩ টি। পাথরঘাটা কেন্দ্রের ২০১০-২০১৬ অর্থ বছরের নিরীক্ষা আপত্তির অগ্রিম অনুচ্ছেদ নং-১, ৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭ এর ব্রডশীট জবাব সংশোধনপূর্বক প্রেরণ করা হয়েছে। কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ বিএফডিসি’র অংশ), রাঙ্গামাটি এর ২০১৩-১৬ অর্থ বছরের অডিট আপত্তির অগ্রিম অনু: ২ এর ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। \*\*\*\*\* ইনষ্টিটিউটের মোট ৮৭(সাতাশি)টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির মধ্যেঃ(ক) ৪৯ (উনপঞ্চাশ)টি আপত্তির জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) ২৭ (সাতাশ)টি আপত্তির জবাব পরবর্তী মন্তব্য পাওয়া গেছে। এর মধ্যে (১) ৪টির ত্রিপক্ষীয় মিটিং হয়েছে। (আয়ের টাকা ড্যানিশ এ্যামবেসীকে প্রদান, এলসি-র মাধ্যমে ক্রয়ের উপর ভ্যাট কর্তন, বাড়ী ভাড়া আদায়, নিম্নমানের বৈদ্যুতিক পাখা ক্রয়); (২) ৩টির বাস্তব যাচাই হয়েছে; (৩) ২০টির জবাব তৈরী প্রক্রিয়াধীন। (গ) ১১টি ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হয় নাই এর মধ্যে- (১) ২টি আদালত সম্পর্কিত-বিদেশে উচ্চ শিক্ষা এবং পদবী সংক্রান্তঃ (যেমন-আদালতে বিচারাধীনঃ বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা সর্বজনাব আরিফ মোস্তফা আল আরাবী, প্রবীর কুমার রায়, মোস্তফা আলম, মঞ্জুরুর হক, আনিছুর রহমান, মাধুরী রানী সাহা, আমজাদ হোসেন, মাহবুবুল আলম ও মাহফুজুর রহমান শাহ এবং কামরুজ্জামান)। (২) ৯টির বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্রডশীট জবাব তৈরী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।  | (১) নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নিরিক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) উইং প্রধানগণ কর্তৃক ২/৩ মাস অন্তর অডিট আপত্তি বিষয়ে নিয়মিত সভা করতে হবে। (৩) নির্দেশনা মোতাবেক ত্রিপক্ষীয় সভার সভাপতি ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (৪) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরীক্ষার আপত্তির জবাব প্রদান করতে হবে এবং জবাব প্রাসঙ্গিক হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।(৫) নিরীক্ষা আপত্তি নিষ্পত্তির উপর জবাব প্রস্তুত ও নিষ্পত্তির পদ্ধতি বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), সংস্থা প্রধান (সকল) |
| ৪.৮ | মামলা/ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| সংস্থার নাম | সুপ্রিম কোর্ট | হাইকোর্ট  | জজকোর্ট | প্রশাসনিক/ প্রশাঃআপিল ট্রাইব্যুনাল | মোবাইল কোর্ট | মোট | নিষ্পত্তির সংখ্য |
| ডিওএফ | - | ৪৮৭ | - | ১৯/ ১২  | - | ৫১৮ | - |
| ডিএলএস | ১২ | ১০০ | ১৬ | ৪/৩ | ৩৮ | ১৭০ | - |
| বিএফডিসি | ৫ | ৯ | ১৬ | ফৌজ: ২ | - | ৩২ | - |
| বিএফআরআই |  |  |  |  |  | ১১ | - |
| বিএলআরআই |  |  |  |  |  | ৩ | - |
| এমএফএ | - | - | - | - | - | - | - |
| মপ্রাতদ | - | - | - | - | - | - | - |
| বিভিসি | - | - | - | - | - | - | - |

মোট ১১টি নতুন রিট মামলা এ মাসে পাওয়া গেছে।  | অনিষ্পন্ন মামলাসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়ে নিয়মিত অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা এবং দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।  | সংস্থা প্রধান (সকল), উপসচিব (আইন)  |
| ৪.৯ | পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি  | অর্থ মন্ত্রণালয়ের গত ২৮/০১/২০১৪ তারিখের সার্কুলার অনুযায়ী পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** নভেম্বর ২০১৭ মাসে ০২ (দুই)টি পেনশন কেস পাওয়া গেছে এবং ০১ (এক)টি পেনশন কেস নিষ্পত্তি হয়েছে ও ০১ (এক)টি পেনশন কেস নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** নভেম্বর **২০১৭ মাসে** ৪টি পেনশন কেস নিষ্পত্তি হয়েছে। চলতি মাসে আরো ১টি পেনশন মঞ্জুরির আবেদন পাওয়া গেছে যা প্রক্রিয়াধীন।  | অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার পেনশন কেইসগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), যুগ্ম-সচিব (প্রাণিসম্পদ-১/২), DG, DOF, DG, DLS  |
| ৪.১০ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের হালনাগাদ গাড়ির সংখ্যা নির্ধারণ  | এ মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার টিওএন্ডই যুযোপযোগী ও হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ৩০ জুন ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ও বিদ্যামন স্থায়ী/অস্থায়ী জনবল স্থায়ী পদ কালো কালিতে এবং অস্থায়ী পদ সবুজ কালিতে চিহ্নিত করে যানবাহন ও অফিস সরঞ্জামাদি উল্লেখপূর্বক হালনাগাদ সাংগঠনিক কাঠামোর তথ্য ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।  | জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) যুগ্মসচিব (প্রাস-১/ বাজেট)/ সংস্থা প্রধান (সকল) |
| ৪.১১ | জনবলের ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** PDS সফটওয়্যার এর মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট রাখার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে একজন আইটি অভিজ্ঞ লোককে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের বদলি/ পদায়ন/ বিদেশ ভ্রমণের প্রস্তাব প্রেরণের সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার PDSসহ প্রস্তাব প্রেরণের বিষয়টি অনুসরণ করা হচ্ছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** জনবলের ডাটাবেইজ (Database) নিয়মিত আপডেট রাখার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আইসিটি শাখার জনাব মো: সোহরাব হোসেন, মোহা: লিয়াকত আলী ও মো: শামীম হোসেন কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কর্মকর্তাদের (Database) এর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট ([www.dls.gov.bd](http://www.dls.gov.bd)) এ‌‌‍” কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ “নামে সফটওয়ারটি সংযুক্ত করা হয়েছে। নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ডাটাবেজগুলো হলো-১। অফিসারগণের ডাটাবেজ,২। অনলাইন নিয়োগ ডাটাবেজ৩। এস, এম, এস সার্ভিস ডাটাবেজ ৪। প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ। প্রশিক্ষণ ডাটাবেজ তৈরীর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প/দপ্তর হতে প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটা এন্ট্রির কার্যক্রম চলছে। **বিএফডিসিঃ** জনবলের ডাটাবেইজ প্রণয়ন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং নিয়মিত ডাটাবেইজ আপডেট করা হচ্ছে। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তাদের PDS হালনাগাদ করা হয়েছে এবং নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে। **বিএলআরআইঃ** ১ম শ্রেণির জনবলের ডাটাবেজ প্রস্তুত করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ইতোপূর্বে প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিএলআরআই এর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। এছাড়া অনলাইন PDS এর লিংক ওয়েবসাইটে সংযুক্ত করা হয়েছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** AÎ GKv‡Wwgi Rbe‡ji WvUv‡eBR GKv‡Wwgi I‡qemvB‡U Avc‡jvW Kiv Av‡Q Ges wbqwgZ Avc‡WU Kiv n‡”Q (www.mfacademy.gov.bd)| **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** জনবলের ডাটাবেজ নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে।  | জনবলের ডাটাবেইজ নিয়মিত আপডেট করতে হবে।  | সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ৪.১২ | বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ  | এ মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/ অধিদপ্তর/ সংস্থার বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও ভূমি উন্নয়ন করের (বরাদ্দ ও ব্যয়) বিবরণ নিম্নরূপঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| সংস্থার নাম | বিদ্যুৎ বিল২০১৭-২০১৮ | ভূমি উন্নয়ন কর২০১৭-২০১৮ | পৌর কর২০১৭-২০১৮ |
| বরাদ্দ | ব্যয় | বরাদ্দ | ব্যয়  | বরাদ্দ | ব্যয় |
| ডিওএফ | চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিভিন্ন দপ্তরের অনুকূলে চাহিদার প্রেক্ষিতে নভেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিল খাতে ২,৮০,৯৯,০০০/- টাকা, পানির বিল খাতে ২০,২৬,০০০/- টাকা, ভূমি উন্নয়ন করখাতে ৯৮,৭৬,০০০/- টাকা এবং পৌর কর খাতে ৪৩,০৫,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।  |
| ডিএলএস | ৯২৯৬৩ | ১৩৫৮০ | ১৭২০০ | - | ৯২৯৬৩ | ১৩৫৮০ |
| বিএফডিসি | - | - | - | - | - | - |
| বিএফআরআই | - | - | - | - | - | - |
| বিএলআরআই | বিদ্যুৎ বিল এবং ভূমি উন্নয়ন কর নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে। |
| এমএফএ | একাডেমির বিদ্যুৎ বিল ও গ্যাস বিল হালনাগাদ পরিশোধিত আছে। নিজস্ব গভীর নলকূপ এর পানি ব্যবহৃত হয়। একাডেমির ভোগ দখলাধীন ১০.৩৩ একর ভূমি বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন হতে ইজারা গৃহিত বিধায় ভূমি উন্নয়ন কর উক্ত সংস্থাকে নিয়মিত পরিশোধ করা হচ্ছে।  |
| মপ্রাতদ | - | - | - | মপ্রাতদ | - | - |
| বিভিসি |  নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হচ্ছে।  |

 | বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পানির বিল, গ্যাসের বিল, ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধ পূর্বক সকল সংস্থা থেকে হালনাগাদ তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (সকল), যুগ্মসচিব (বাজেট),সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ৪.১৩ | জরাজীর্ণ/ মেরামত অযোগ্য ভবন অপসারণ  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে যে সকল অব্যবহৃত বা পরিত্যাক্ত স্থাপনা রয়েছে তা যথাযথ প্রক্রিয়ায় নিস্পত্তির লক্ষ্যে ১৬টি জেলার ৩০টি প্রতিষ্ঠানের ৮৭টি পরিত্যাক্ত ঘোষণার উপযোগী স্থাপনার তালিকা পাওয়া গিয়েছে। গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধিসহ তদন্ত করা হলে ৩০টি স্থাপনা পরিত্যাক্ত এবং ২৯টি স্থাপনা মেরামতযোগ্য বলে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। ০৩টি প্রতিষ্ঠানের ২৮টি স্থাপনার প্রতিবেদন এখনও পাওয়া যায়নি। জেলা কনডেমনেশন কমিটির মাধ্যমে উক্ত স্থাপনা পরিত্যাক্ত ঘোষণা করা ও নিষ্পত্তি করার জন্য বিগত ৩০.০৩.২০১৭ খ্রি. তারিখে পত্র নং ৩৩.০২.০০০০.১০৫.০৬.১৪৩.১৬-৫২৫ এবং পত্র নং ৩৩.০২.০০০০. ১০৫.০৬.১৪৩.১৬-৫২৬ এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।পরবর্তীতে মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবহার অনুপযোগী স্থাপনা পরিত্যক্ত ঘোষণাকরণ ও নিস্পত্তিকরণ সহজ ও যথাযথকরণের জন্য জেলা কনডেমনেশন কমিটি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত অনুমোদিত কমিটির মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবহার অনুপযোগী স্থাপনা/ আসবাবপত্র/ অন্যান্য মালামাল পরিত্যাক্ত ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনপূর্বক ১ মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর হতে প্রতিবেদন না পাওয়ায় পুনরায় তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। ইতিমধ্যে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, বগুড়া হতে প্রাপ্ত বগুড়া জেলাধীন গ্রামীন মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার, গাবতলী, বগুড়া এর আবাসিক ভবন (পাকা বিল্ডিং) এবং হ্যাচারি বিল্ডিং (সেমি পাকা) ভবন ২টি ব্যবহারের অনুপযোগী হওয়ায় নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত প্রশাসনিক অনুমোদনসহ পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে জেলা কনডেমনেশন কমিটির সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২২/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের নং-৮৩৬ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের ১৬/১০/২০১৭ তারিখের নং-৩৩.০০.০০০০.১১৭.৯৯. ০১০.১৭-৪৮৯ সংখ্যক পত্রটি (ক) জেলা প্র্রশাসক আহ্বায়ক, (খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ (সংশ্লিষ্ট জেলার) সদস্য, (গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি (সংশ্লিষ্ট জেলার) সদস্য, (ঘ) উপজেলা প্রকৌশলী, (সংশ্লিষ্ট উপজেলার) সদস্য ও (ঙ) জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট জেলার) সদস্য সচিব=৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের জেলা কনডেমনেশন কমিটির পত্রের উপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** নাইক্ষ্যংছড়িতে একটি অফিস-কাম-ল্যাব ভবন আছে যা জরাজীর্ণ। তা মেরামতযোগ্য কিনা তা নির্ণয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ব্যবস্থা নেয়া হবে। মেরামতের জন্য৬৫.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয় প্রাক্কলন দিয়েছেন এবং নতুন নির্মান করতে ১৬৫.৮৩ লক্ষ (প্লার হিসেবে) প্রাক্কলন করা হয়েছে। উক্ত জরাজীর্ণ ভবন অপসারণ এর বিষয়ে মতামত দিতে পারেননি। এতৎবিষয়ে জেলা প্রশাসক বরাবর ও দৃষ্টি আকর্ষণ- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগকে গত ২৯/০৫/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে নং-৩৩.০৫.২৬৭২.২০৪.০১.৪০৬.১৭-৯১৩সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে। যা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নির্বাহী প্রকৌশলী (গণপূর্ত) বরাবর প্রেরণ করা হয়। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।**বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রের জরাজীর্ণ ভবন Condemn ঘোষণার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাঁদপুর জেলা প্রশাসক বরাবর ১৩-০৩-২০১৭ ইং তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে জরাজীর্ণ ভবনসমূহ উপজেলা পরিষদের মালিকানাধীন/ আওতাভুক্ত না হওয়ায় কনডেম ঘোষণা করা সম্ভব হচ্ছে না মর্মে জানানো হয়।এমতাবস্থায়, স্থাপনাসমূহ Condemn ঘোষণা করার লক্ষ্যে কমিটি গঠনের জন্য ইনস্টিটিউট থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। **মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** প্রায় ৪৪ বছর পূর্বে নির্মিত একাডেমির জরাজীর্ণ ক্যাডেট হোস্টেল ভবন মেরামত অযোগ্য ঘোষণা করার জন্য স্থানীয় গণপূর্ত বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি উক্ত সংস্থা হতে প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।  | (ক) মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সংস্থা হতে জেলা কনডেমনেশন কমিটির মাধ্যমে অপসারণযোগ্য সকল পুরাতন/ জরাজীর্ণ ভবনের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত নিলামে বিক্রয় করতে হবে। (খ) সংস্থা হতে অধীনস্থ দপ্তরসমূহে এ বিষয়ে তাগিদপত্র প্রদান করতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), যুগ্মসচিব (প্রাস-১/২), DG, DOF,DG, DLS |

**অধিদপ্তর/ দপ্তর/ সংস্থার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত**

৫। মৎস্য অধিদপ্তর

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য  | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৫.১ | মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগবিধি সংক্রান্ত  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তর (ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড কর্মকর্তা ও নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণের জন্য ০৬/০৯/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ১০ম ও সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অচিরেই কার্যবিবরণী পাওয়া যাবে।  | মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের (নন-ক্যাডার) নিয়োগ বিধির বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), DG, DOF  |
| ৫.২ | মৎস্য অধিদপ্তরের ১৫৩১টি পদ রাজস্বখাতে সৃজন  | উপসচিব (মৎস্য-১) সভায় জানান যে, ১৫৩১টি পদের মধ্যে পুনরায় যাচাই-বাছাই করে প্রস্তাব প্রণয়নের জন্য গত ১১/০৫/২০১৭ তারিখ অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য) মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সুপারিশ অনুযায়ী ২২/০৮/২০১৭ তারিখে ৫৫৭টি পদ সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।  | অতিরিক্ত সচিব(মৎস্য) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। | অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), DG, DOF  |

৬। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৬.১ | ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় পোল্ট্রি ফার্ম এবং ফিডমিল রেজিস্ট্রেশন | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, (ক) নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত হালনাগাদ নিবন্ধিত খামারের সংখ্যা নিম্নরুপঃ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| খামার | অক্টোবর/ ১৭ পর্যন্ত | নভেম্বর/১৭ মাসে | নভেম্বর /১৭ পর্যন্ত সর্বমোট |
| গাভীর খামার | ৫৮,৪৪৯ | ০৫ | ৫৮,৪৫৪ |
| ছাগলের খামার | ৩,৯২১ | - | ৩,৯২১ |
| ভেড়ার খামার | ৩,৬৩২ | - | ৩,৬৩২ |
| মোট | ৬৬,০০২ | ০৫ | ৬৬,০০৭ |
| ব্রয়লার খামার | ৫৩,৯৮৮ | ০২ | ৫৩,৯৯০ |
| লেয়ার খামার | ১৮,৭১০ | - | ১৮,৭১০ |
| হাঁস খামার | ৭,৭০৬ | - | ৭,৭০৬ |
| হ্যাচারী/ প্যারেন্ট স্টক | ২০৭ | - | ২০৭ |
| গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক | ১৬ | - | ১৬ |
| মোট হাঁস-মুরগীর খামার | ৮০,৬২৭ | ০২ | ৮০,৬২৯ |
| সর্বমোট খামার | ১,৪৬,৬১৫ | ০৭ | ১,৪৬,৬২২ |

ল্যাবরেটরী রেজিস্ট্রেশনের জন্য ৩ (তিন) টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে। আবেদন পত্রের আলোকে যাচাই বাছাইয়ের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে।খ) ১. নভেম্বর/১৭ মাসে ১৮ টি ফিড মিল পরিদর্শন করা হয়েছে।খ) ২. নভেম্বর/১৭ মাসে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা- ১২৫ টি ও মোট ৪,৮৯,৫০০/- টাকা জরিমানা করা হয়েছে।মোবাইল কোর্ট পরিচালনাপূর্বক সতর্কতামূলক বার্তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।জনস্বাস্থ্য বিবেচনায় পশু জবাইয়ের পূর্বে পশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং বিধি মোতাবেক মাংস সংরক্ষণ করতে বলা হয়েছে এর ব্যত্বয় ঘটলে পরবর্তীতে আইন অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।  | ক) দেশের সকল বেসরকারি খামার, ফিডমিল ও ল্যাবরেটরি নিবন্ধনের আওতায় আনার জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।খ) ফিড মিল নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক মাসে কতটি ফিডমিল পরিদর্শন করা হয়েছে সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট দিতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর |
| ৬.২ | ঝিনাইদহ ভেটেরিনারি কলেজের জনবল নিয়োগ | মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মামলা শুনানীর অপেক্ষায় আছে। তবে ১৫/১২/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৭ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ ভ্যাকেশন চলছে। ০১/০১/২০১৮ হতে আদালতের কার্যক্রম শুরু হলে সংশ্লিষ্ট মামলা ০৩ টি শুনানীর জন্য পুনরায় উদ্যোগ গ্রহন অব্যাহত থাকবে। | আদালতের নিষেধাজ্ঞা Vacate করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/২/৪), যুগ্মপ্রধান, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  |
| ৬.৩ | প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের রাজস্বখাতে পদ সৃজন।  | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-১) সভাকে অবহিত করেন যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পূনর্গঠনের লক্ষ্যে রাজস্বখাতে পদ সৃজনের জন্য গত ২৬/১১/২০১৭ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।  | রাজস্বখাতে পদ সৃজনের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত তথ্য জরুরি ভিত্তিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১) DG, DLS |

৭। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ৭.১ | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কল্যাণ তহবিলের অনুমতি  | মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট সভাকে অবহিত করেন যে, সরকারি কর্মচারি কল্যাণ বোর্ডের অনুমোদন না থাকায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ কল্যাণ তহবিল হতে কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের স্বাক্ষরে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বরাবর গত ২৫/৮/২০১৪ তারিখে একটি আধা-সরকারি (ডি,ও) পত্র দেয়া হয়েছে।  | বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিঃসচিব (মৎস্য) মহাপরিচালক, বিএফআরআই |

৮। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ৮.১ | বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের ৩৯৪টি পদ সৃজন  | উপসচিব (প্রাণিসম্পদ-২) সভাকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের জন্য রাজস্বখাতে ০২ পর্যায়ে (১৪০+৬০)=২০০টি পদ সৃজনের নিমিত্ত নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্রসহ এ মন্ত্রণালয় হতে প্রস্তাব গত ০৫/১০/২০১৭ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।  | বিএলআরআই এর ৩৯৪টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের বিষয়ে অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-২), মহাপরিচালক, বিএলআরআই  |

৯। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| ৯.১ | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৬ অনুমোদন  | মেরিন ফিশারিজ একাডেমির নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনের নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয় হতে নথি প্রেরণ করা হলে গত ১১/১২/২০১‌৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের উদ্যোগে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উক্ত বিভাগের কর্মকর্তাসহ এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য), যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকনোমি), উপসচিব (আইন অধিশাখা) ও অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রেক্ষিতে গৃহিত সিদ্ধান্ত সম্বলিত নথি ফেরৎ প্রাপ্তির পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।  | বিষয়টির অনুসরণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে  | উপসচিব (মৎস্য-৩), অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি  |

১০। বিবিধ

| নম্বর | আলোচ্য বিষয় | আলোচনা | গৃহীত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য | বাস্তবায়নে |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ১০.১ | আই,টি বিষয়  | এ মন্ত্রণালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে আইটি বিষয়ে (ই-মেইল, ই-ফাইলিং, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতোমধ্যেই মৎস্য অধিদপ্তর তার নিজস্ব ডোমেইন- এ ওয়েবমেইল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন করেছে, যার ই-মেইল আইডি সংখ্যা প্রায় ৮০০ এবং গ্রুপ মেইল সংখ্যা ৭০। ই-ফাইলিং বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তরে কর্মরত ৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ৫ ব্যাচে ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, মৎস্য অধিদপ্তরে ২৯/১২/২০১৬খ্রি. তারিখ হতে ই-ফাইলিং শুরু হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সকল শাখাতেই ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ১০/১২/১৭ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত মোট পত্রজারীর সংখ্যা ১,১৫৭টি, মোট ডাক গ্রহণ ২,৬৯০টি এবং স্ব-উদ্যোগে নোট ২,০৬৩টি।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (১) ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল শাখা হতে মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হচ্ছে।এ মাসে ২২ জনকে ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।(২) মন্ত্রণালয় হতে ৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে জারিকৃত পত্রের আলোকে প্রত্যেক অধিশাখা/ শাখা থেকে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।**বিএলআরআইঃ** ইনস্টিটিউটে বর্তমানে ই-নথির মাধ্যমে কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। “ই-ফাইলিং ম্যানেজমেন্ট” এর উপর ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গ্রেডের মোট ৫৭ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে ইনস্টিটিউটে এবং ৩ জন কর্মকর্তাকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। **বিএফআরআইঃ** বিগত ২২ মে ২০১৭ তারিখ হতে বিএফআরআই এর ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এ টু আই প্রকল্পের আওতায় অত্র সংস্থার ৩ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। গত ১৪/০৫/২০১৭ তারিখে বিএফডিসির নির্ধারিত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার সহযোগিতায় ই-ফাইলিং (নথি) বিষয়ক অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কর্মশালা কর্পোরেশনের সভা কক্ষে আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় ১ম পর্যায়ে ২০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। আশা করা যাচ্ছে অচিরেই ই-ফাইলিং চালু করা হবে।**মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** একাডেমিতে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চলমান আছে। | (১) সকল সংস্থায় ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন করতে হবে। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সচিব মহোদয়ের নিকট পত্র প্রেরণ করতে হবে। (২) এ মন্ত্রণালয় হতে ৮ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে জারিকৃত পত্রের আলোকে এ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যেক অধিশাখা/ শাখা থেকে ই-ফাইলিং কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। যে সকল অধিশাখা/ শাখা হতে ই-ফাইলের মাধ্যমে নথি উপস্থাপন করা হবে না সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/ শাখার কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।  | অনুবিভাগ প্রধান (সকল), সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ১০.২ | ইনোভেশন  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** (ক) মৎস্য অধিদপ্তরে ইনোভেশন বিষয়ে মোট উদ্যোগ ১৮টি। ‘ফিস অ্যাডভাইস সিস্টেম’ শীর্ষক একটি উদ্যোগ ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে Replicated হয়েছে। বাকী ১৭টি উদ্যোগ ৮টি গ্রুপে একীভূত করে পাইলটিং চলমান রয়েছে। তাছাড়া ‘চাষিবার্তা’ শীর্ষক একটি উদ্যোগ চুড়ান্তকরণের পর্যায়ে রয়েছে। ২০১৬ সালের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।(গ) মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিতব্য ইনোভেশন শোকেসিং এর জন্য হালনাগাদ তথ্যাদি এবং বাজেট ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** (ক) ২০১৬ সালের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইনোভেশন প্রোগ্রামটি ঢাকার বাইরে বিভাগীয় শহরে আয়োজন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা হলে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এ বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করবে।১। মোবাইল এস. এম. এস সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। গত ৩০/১০/২০১৬ ইং তারিখে মাননীয় মন্ত্রী এস,এম,এস সার্ভিস উদ্বোধন করেন। বর্তমানে নিয়মিতভাবে প্রতিদিনই (২৪ ঘন্টা, সপ্তাহে ৭ দিন) এস, এম, এস সার্ভিসের মাধ্যমে কৃষক ও খামারীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হচ্ছে।২। এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এ পর্যন্ত ১৫৪ জন মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে ‌‌‍‍নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।৩। ২৬ টি ইনোভেশন প্রকল্প চলমান আছে।৪। ইনোভেশন কার্য্যক্রমে অবদানের জন্য প্রাণিসম্পদ সেবা-২০১৭ একজন কর্মকর্তাকে মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্মাননা প্রদান করেছেন।মাঠ পর্যায়ে ইনোভেটরদের কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ ১১ জন কর্মকর্তাকে মহাপরিচালক ডিও লেটার প্রদান করেছেন। ৫। সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম গ্রহন করেছে। গাজীপুর জেলায় পাইলটিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।৬। গত ৩০/০৩/২০১৭ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ’Livestock Diary’ উদ্বোধন সংক্রান্ত একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান ইনোভেশন কর্মকর্তা উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় লাইভস্টক ডাইরী ‌এ্যাপসটি মাঠ পর্যায়ে টেস্টিং এর জন্য মতামত প্রদান করা হয়। কমপক্ষে ১০০ জনকে নিয়ে এই ফিল্ড টেস্টিং করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৭। Digitalization of Artificial Insemination Service শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি এ টু আই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এ টু আই এর সার্বিক ইনোভেশন ফান্ড প্রাপ্ত হয়েছে। ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান আছে।(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম অব্যাহত আছে।**বিএফডিসিঃ** (ক) অত্র সংস্থার ২০১৬ সালের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।(খ) অত্র সংস্থার ২০১৭ সালের ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা গত ০৯/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং ১১৪৭ এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (গ) অত্র কর্পোরেশনের ইনোভেশন শোকেসিং বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বাজেট ও প্রদর্শনযোগ্য ইনোভেশন উদ্যোগের তালিকা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে পত্র নং ২০৬ এর মধ্যেমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।**বিএলআরআইঃ** ক) ২০১৬ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন পুস্তুকাকারে প্রকাশ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।খ) কেসিং সফলভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।**বিএফআরআইঃ** ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয় হতে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হয়েছে। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** শোকেসিং অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।  | (ক) মন্ত্রণালয় ও অধীন দপ্তর/ সংস্থার ২০১৬ সালের বার্ষিক ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনার প্রতিবেদন পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে হবে। (খ) চীফ ইনোভেশন অফিসার মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর/ সংস্থার ইনোভেশন টীম নিয়ে সভা করে ২০১৭ সালের উদ্ভাবন পরিকল্পনা চূড়ান্তপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবেন। (গ) শোকেসিং অনুষ্ঠান করার প্রস্তাব গৃহিত হয়। ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে শোকেসিং বাস্তবায়ন করতে হবে।  | চীফ ইনোভেশন অফিসার, সংস্থা প্রধান (সকল), উপপরিচালক, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর  |
| ১০.৩ | বৈদেশিক প্রশিক্ষণ   | মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল সংস্থা হতে বিদেশে প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের নিমিত্ত মনোনয়ন প্রস্তাবের সাথে পিডিএস সংযুক্ত করা হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ/ সভা/ সেমিনার/ কর্মশালা/ শিক্ষাসফর শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর নিয়মিত ডি-ব্রিফিং করা হচ্ছে। | মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণকে মন্ত্রণালয়ে ও সংস্থার কর্মকর্তাগণকে সংশ্লিষ্ট সংস্থায় ১৫ দিনের মধ্যে নিয়মিত ডিব্রিফিং করতে হবে।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন),সংস্থা প্রধান (সকল) |
| ১০.৪ | ই-টেন্ডারিং  | মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট এ ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে। অপরদিকে, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর এবং বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। (খ) আইএমইডি হতে জানানো হয়েছে, এ মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এখনও ই-জিপিতে কোন দরপত্র আহ্বান করেনি। তাই দ্রুত ই-জিপিতে দরপত্র আহ্বান করার জন্য সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়া হয়।  | সকল সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্পের দরপত্রের কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতে হবে।  | অতিঃ সচিব (প্রশাসন), সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ১০.৫ | অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ  | এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ (ইন-হাউজ) চলমান আছে। মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল সংস্থায় ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ নিয়মিত বাস্তবায়িত হচ্ছে। **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** নভেম্বর ২০১৭ মাসে ৮ হাজার ৬৭৯ জন মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৯ হাজার ৪৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। **প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরঃ** প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নভেম্বর ২০১৭ মাসে ২৭৯ জন প্রশিক্ষনার্থী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহন করেন। **বিএফআরআইঃ** ইনস্টিটিউটের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। **বিএলআরআইঃ** গত নভেম্বর ২০১৭ সালে ১টি কোর্সে মোট ৫০ জন খামারীকে প্রযুক্তি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২২ জন কর্মকর্তাকে অভ্যন্তরিণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। **বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** অত্র দপ্তরের বার্ষিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। | মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল সংস্থায় বার্ষিক ৬০ ঘন্টা কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।  | অতিঃসচিব (প্রশাসন)সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ১০.৬ | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল  | **মৎস্য অধিদপ্তরঃ** মৎস্য অধিদপ্তরের ১৫/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখের নং- ৩৩.০২.০০০০.১০৬.৫৮.০৫৩.১৪.২৩৮ স্মারক মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ কাঠামোর ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই ২০১৭ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ১ম কোয়ার্টারে ১টি নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশীজনের অংশগ্রহণে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১টি।**প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর** (১) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৬/১০/২০১৭ খ্রিঃ তারিখের নং- ৩৩.০১.০০০০.১১১.৫৩. ৮৩৩.১৭-৪৯৬৭ স্মারক মোতাবেক শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৭-২০১৮ এর ১ম কোয়াটার (জুলাই - সেপ্টেম্বর ২০১৭) অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।(২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১ টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য উপ-পরিচালক, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর সমূহ ও প্রকল্প পরিচালকদেরকে অধিদপ্তরের ২৪/০৩/২০১৬ তারিখের নং ৩৩.০১.০০০০.১১০.০১.০১৭.১৫-১৩০৯ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে। **বিএফডিসিঃ** বিএফডিসি’র নৈতিকতা কমিটির নিয়মিত সভায় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সচেতন করার কাজ অব্যাহত আছে।**বিএফআরআইঃ** ১) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের প্রতিটি কোর্সে শুদ্ধাচার বিষয়ের উপর ০১টি ক্লাস অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ইনস্টিটিউটের সকল পর্যায়ে শুদ্ধাচার প্রতিপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **বিএলআরআইঃ** (১) শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিষয়ে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।(২) প্রতিটি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে (কর্মকর্তা/ বিজ্ঞানী) শুদ্ধাচার বিষয়টির উপর ০১টি ক্লাস ইতোমধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।**বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলঃ** ইনহাউজ প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অত্র দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং পেশাজীবিদের এ বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে।**মেরিন ফিশারিজ একাডেমিঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সকল পর্যায়ে তা প্রতিপালন করা হবে। | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে সকলকে সচেতন করা ও সকল পর্যায়ে তা প্রতিপালন করতে হবে।  | যুগ্মসচিব (প্রাণিসম্পদ-২),সংস্থা প্রধান (সকল)  |
| ১০.৭ | অভিযোগ নিষ্পত্তি | মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল সংস্থায় সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্যমে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।  | অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।  | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), যুগ্মসচিব (প্রাস-২),সংস্থা প্রধান (সকল) |
| ১০.৮ | প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালন | আগামী ১৫ হতে ২০ জানুয়ারি ২০১৮ এর মধ্যে সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করে কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। | প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।  | যুগ্মসচিব (প্রাস-১/২), মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর  |

১১। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

|  |  |
| --- | --- |
|   |  স্বাক্ষরিত/-১৫/০১/২০১৮(মোঃ মাকসুদুল হাসান খান)সচিব |